‘সাংবাদিক অমানুষ না হলে এ কথা লিখতে পারে!’

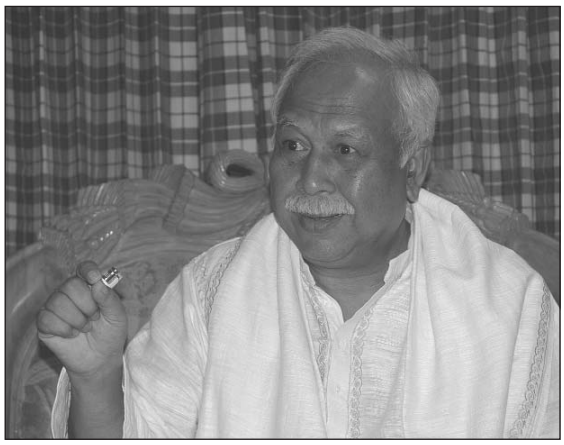

লে. কর্নেল অব: আকবর হোসেন
নৌপরিবহন মন্ত্রী

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **জয়ন্ত আচার্য** ও **সাজেদুর রহমান**

সাপ্তাহিক ২০০০ : নৌমন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে আপনি সাড়ে দিন বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। এই মন্ত্রণালয়ে আপনার সফলতাগুলো কি?

লেঃ কর্নেল আকবর হোসেন : সবচেয়ে বড় সফলতা হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরের ঐতিহাসিক উন্নয়ন, বাংলাদেশ শিপিং করর্পোরেশনের উন্নয়ন, বিআইডব্লিউও-এর উন্নয়ন, আন্তঃনৌপথের ব্যাপক উন্নয়ন এবং ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার নৌচলাচল পথ বাস্তবায়ন- আমার ও মন্ত্রণালয়ের বড় সফলতা।

২০০০ : চট্টগ্রাম বন্দরের ঐতিহাসিক সফলতা বলতে আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন?

আকবর হোসেন : দেশের বৃহত্তম এ বন্দরে বিগত ৩০ বছরেও কোনো উন্নয়ন হয়নি। এ বন্দরের ২ লাখ ৮০ হাজার কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা থাকলেও রাখা হয় ৬ লাখ কন্টেইনার। আমি এই অতিরিক্ত কন্টেইনার রাখার ব্যবস্থা করেছি। এই বন্দরে কোনো মেশিনারিজ (আরটিজি, রাডার) সাপোর্ট ছিল না। এখন এগুলো বাইরে থেকে এনে প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করেছি। আশা করি ৬-৭ মাসের মধ্যে প্রতিস্থাপনের কাজ শেষ হবে। এছাড়া বন্দরের দুর্নীতি ঠেকাতে সিসি ক্যামেরা, কম্পিউটারের প্রয়োগ, প্রচলিত আইন কাঠামোর দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা প্রশমনের ব্যবস্থা করেছি। এসব উন্নয়নের জন্য এডিবি সহায়তা করছে।

২০০০ : দেশে নিয়মিত নৌ দুর্ঘটনা ঘটছে। আপনি কি করছেন?

আকবর হোসেন : দুর্ঘটনা তো ঘটবেই। আমাদের দেশে যে সব নৌযান চলাচল করে তার অধিকাংশই আনফিট। যারা চালায় তারা আনফিট। আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে আনফিটদের ফিট করা যায়।

নৌ দুর্ঘটনা রোধে আমরা ৪৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছি, যাতে নৌ দুর্ঘটনার কারণ চিহ্নিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিচ্ছি।

২০০০ : প্রকল্পে নৌ দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে কোন কোন বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে...

আকবর হোসেন : নৌযানের ডিজাইন, নৌপরিবহন ক্ষেত্রে মনিটরিংয়ের জন্য লোকবলের অভাব, অদক্ষ লোক দিয়ে নৌযান চালানো, নানা রকম দুর্নীতিসহ এ সেক্টরে ব্যবহৃত সেকেলে সিস্টেম।

২০০০ : এগুলো কিভাবে দূর করবেন?

আকবর হোসেন : আমাদের দেশে যে নৌযান চলে সেগুলো কোথায় বানানো হয় তার কোনো মা-বাপ নেই। কিভাবে বানাচ্ছে, অনুমোদিত নৌ ডিজাইনের বাইরে বানাচ্ছে কি না, সেগুলো চেকিং করানো, সার্বিক বিষয়ে মনিটরিং করার জন্য মনিটরিং সেল গঠন, লোকবল বাড়ানো, সারেংদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ নানা বিষয়ে কাজ চলছে। নৌ দুর্ঘটনা প্রকল্পের কাজ অলরেডি ৬/৭ মাস হয়ে গেছে। আল্লাহর রহমতে ভালোই চলছে।

অবশ্য এ সেক্টরে সিস্টেম পরিবর্তনেরও কাজ করছি। সে লক্ষ্যে নতুন আইনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

২০০০ : প্রকল্পের ৬/৭ মাসের ফলাফল কিছু কি এসেছে?

আকবর হোসেন : ওই যে বললাম সিস্টেম বা আইন নতুন হচ্ছে। এ সংক্রান্ত বিলটি সংসদে উত্থাপনের অপেক্ষায় আছে। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু রাডারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে জন্য ডিফেন্স সেক্টরকেও বলা হয়েছে। তারা অচিরেই কাজ শুরু করে দেবে। পুরনো জাহাজগুলোর তালিকা করে প্রথমে ১০০টির মেরামত করার কাজ চলছে। এছাড়াও ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন জাহাজ তৈরির প্রক্রিয়াও চলছে।

এখানে একটা কথা বলি, আমরা যদি সত্যিই জাহাজ তৈরি করতে পারি তবে শিপিং বিল্ডিং-এ নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। এই শিল্পে চীন, ভিয়েতনামের পর আমাদের দেশ সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দেশ। এখানে শ্রমিকের মূল্য কম। তাই জাহাজ একটা তৈরি করা আমাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে।

২০০০ : আপনার উদ্যোগের পরও তো লঞ্চ ডুবি হচ্ছে। সম্প্রতি আপনি বলেছেন, লঞ্চডুবিতে আল্লার হুকুমে হয়েছিল, মানুষ মারা গেছে...

আকবর হোসেন : আমি এ কথা বলিনি। আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি, আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর এক্সিডেন্টের পর আপনি তাকে কি বলবেন। আপনি যদি মুসলমান হন, আল্লাকে বিশ্বাস করেন, তাহলে কি বলবেন?

২০০০ : দায়িত্বশীল ব্যক্তি হয়েও কি আপনি এমন কথা বলতে পারেন?

আকবর হোসেন : নৌ দুর্ঘটনার পর আমি সেখানে যাই। দুর্ঘটনাস্থলে একজন মানুষ আমাকে বুকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তখন ওই ব্যক্তিকে যদি বলি কি করবেন ভাইরে আল্লার হুকুম ছিলো। এটাকেই সাংবাদিকরা বিকৃত করেছে।... একজন সাংবাদিক অমানুষ না হলে একথা লিখতে পারে! আল্লার হুকুম হয়েছিল মানুষ মারা গেছে।

লঞ্চডুবির পর সবকটি লাশ বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি, দাফনের ব্যবস্থা করেছি, আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

২০০০ : লঞ্চ মালিকদের সিন্ডিকেট খুবই শক্তিশালী। আপনি তো তাদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন।

আকবর হোসেন : লঞ্চ মালিক সমিতি কোনো ব্যাপার না। আমরা নতুন সিস্টেম চালু করতে চাইলে তারা বাধা দিতে পারবে না।

২০০০ : চট্টগ্রাম বন্দরে আপনার সফলতা অনেক কথা বললেন কিন্তু মংলা বন্দর তো স্থবির হয়ে পড়ছে।

আকবর হোসেন : বন্দর চলে জাহাজ গেলে। জাহাজ যাবে ব্যবসায়ীরা নিলে। এই দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। মংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য সীমিত হয়ে পড়ছে। এছাড়া বন্দরকেন্দ্রিক শ্রমিক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর অসাধু কার্যকলাপের ফলে বন্দরটি স্থবির হয়ে পড়ছে। আর একটা বড় কারণ, মংলায় কেউ জাহাজ নিয়ে আসতে চায় না। সেটা হলে মংলা বন্দরে জাহাজ এলেই মামলায় জড়িয়ে যায়। এতে জাহাজের অনেক বড় ক্ষতি হয়। মামলায় জড়ানোর ফলে জাহাজ নিয়ে আসতে চায় না। সেটা হলে মংলা বন্দরে জাহাজকে দীর্ঘদিন বন্দরে থাকতে হয় আর দিতে হয় বন্দর চার্জ। একটি জাহাজের দৈনিক বন্দর চার্জ আসে ৭ হাজার ডলার। একটি

জাহাজ যদি বন্দরে মাসের পর মাস পড়ে থাকে তবে কি অবস্থা দাঁড়ায়?

মংলা বন্দর হাসনাত আবদুল্লাহর ভাইয়ের কাছ থেকে ৮৪ লাখ টাকা পাবে বন্দর চার্জ বাবদ। এরকম অনেকেই আছে। এতেও বন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

২০০০ : 'মংলা বন্দর ১১ মাফিয়ার হাতে জিম্মি' বিষয়টা সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

আকবর হোসেন : মংলায় পোর্ট একটা দোকানদার। তারা কুলি। জাহাজে মাল আসবে-যাবে, বন্দরের লোকজন তা ওঠানো-নামানো করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখেন ওখানে কি হচ্ছে। স্টিভেটরসরা শ্রমিকদের শ্রমের মূল্য দিচ্ছে না, বন্দরসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তাদের নিজ দায়িত্ব পালন করছে না। ইম্পোটাররা বন্দরে আসা জাহাজকে পণ্য রাখার গুদাম হিসেবে ব্যবহার করছে। এক কথায় ওখানকার স্টিভেটরস খারাপ, লেবার খারাপ, সবাই খারাপ। এই খারাপদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে মংলা বন্দরটি। খুলনার শিল্প বন্ধ হওয়ার পরও যেটুকু সম্ভাবনা নিয়ে বন্দর টিকে ছিল; লেবার, স্টিভেটরদের অসাধু আচরণের কারণে সেটুকুও বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

২০০০ : আপনারা এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন কি?

আকবর হোসেন : মংলা সচল করার জন্য যা প্রয়োজন আমি ও আমার মন্ত্রণালয় তাই করতে রাজি। আগামীতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে খুলনার মেয়র আওয়ামী লীগের সাংসদসহ স্থানীয় সব সাংসদকে নিয়ে বসবো। আশা করি, ১১ মাফিয়াসহ সব সমস্যার সমাধান হবে।

২০০০ : মংলা সচল করতে শুধু কি শ্রমিক-কর্মচারীদেরই অন্তরায় হিসেবে দেখছেন...

আকবর হোসেন : না। শ্রমিকরা সমস্যা বটে, তবে একমাত্র নয়। যদি মাওয়া সেতু নির্মাণ করা হয়, নদীর নাব্যতা ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত ড্রেজিং ব্যবস্থা করা হলে, রেল-বিমান যোগাযোগ ভালো করতে পারলে, ইপিজেডকে সচল করতে পারলে মংলা বন্দর ঠিক হয়ে যাবে আশা করি।

২০০০ : মংলা শ্রমিকদের অভিযোগ, মংলা কর্তৃপক্ষ জাহাজের পণ্যের এলসি মংলায় করলেও মাল খালাস করে নওয়াপাড়াসহ দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নৌবন্দরে। এতে মংলা শ্রমিকরা কাজ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

আকবর হোসেন : এটা না করে তো উপায় নেই। মংলায় শ্রমিকরা অযথা হয়রানি করে ইম্পোটারদের। দেখা গেলো চুক্তিতে শ্রমিকরা বলল, ১৬ রকম শ্রমিক দিয়ে কাজ করাবে। কিন্তু জাহাজ এলে তারা বলে বসলো ১৮ শ্রেণীর শ্রমিক ছাড়া তারা কাজ করবে না। শ্রমিকদের কথা না মানলে কাজ বন্ধ। এতে করে ইম্পোটার বন্দরসহ সবার লাখ লাখ টাকা ক্ষতি হয়। এছাড়াও শ্রমিকরা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক চেয়ে বসে। এসব কারণে মংলায় শ্রমিকদের ব্যাপারে সবাই নাখোশ। ১১ মাফিয়া সম্পর্কে গোলাম মোঃ সিরাজ (সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি) বলেছেন, তারা আর কেউ নয়, মংলা শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

২০০০ : দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু বলুন।

আকবর হোসেন : রাজনীতি করে রাজনীতিবিদ। আপনি প্রথমেই একজন রাজনীতিবিদের যে বিষয়টা খেয়াল করবেন তা হলো, সে কি করে। অর্থাৎ তার প্রধান আয়ের উৎস কোনটি। সে কি ব্যবসা করে, চাঁদা তুলে ভাত খায়, ফুলটাইম পলিটিশিয়ান নাকি আমার মতো অল্পবিস্তর ফিসারিজ আছে? একজন নেতার আয়ের উৎস দেখেই বলা সম্ভব সে সৎ না অসৎ। আপনি এখন নিজেই বিচার করেন আমাদের রাজনীতিবিদরা কে কি করেন? আর তার ওপর চিন্তা করেই বলা সম্ভব আমাদের রাজনীতি কোথায় যাচ্ছে।

একজন নেতা কিছুই করে না অথচ সে কি করে ব্যাংকের ডিরেক্টর হয়! এতো ঘন ঘন বিদেশে যায়। ছেলেমেয়েকে লাখ লাখ টাকা খরচ করে বিদেশে রেখে পড়ালেখা করায়। বিদেশী ব্যাংকে টাকা জমায়। স্ত্রী কোথায় থাকে... এই জায়গাগুলো দেখতে পারেন আপনারা সাংবাদিকরা। একজন নেতা মন্ত্রী হওয়ার আগে স্ট্যাটাস কেমন ছিল। মন্ত্রী হওয়ার পর এখন কেমন আছে... এসবের ওপর চিন্তা করে, বিবেচনা করে বুঝতে হবে আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন আছে। কেমন করে স্বাধীনতার পর থেকে চলে আসছে।

২০০০ : দেশ পরিচালনার ব্যর্থতার দায়ে আওয়ামী লীগ আপনাদের পদত্যাগ দাবি করেছে। দেশে সহিংসতা ও দ্রব্যমূল্য বাড়ছে।

আকবর হোসেন : সহিংস হবে না কেন? মানুষ নানাভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর ফেডআপ। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও আগের মতো মানুষের হৃদয়ের কাছে যেতে পারছে না। আমরা আগে হরতাল করতাম টায়ার পুড়িয়ে, দু'চারটা বাজি ফুটিয়ে। তাতে মানুষের মধ্যে সাড়া পড়ে যেতো। এখন দেখেন বিরোধী গুলো কি করছে। গাড়ি পোড়াচ্ছে। মানুষ মারছে। দলগুলোর এই ভূমিকার কারণে রাজনৈতিক অঙ্গন সহিংস হয়ে পড়েছে।

দেশের দ্রব্যমূল কিছুটা বেড়েছে। মানুষের আয়ও বাড়ছে। আগে একজন শ্রমিক দিনে ৮০ টাকা পেত। এখন তো ১২০ টাকা পায়। তাও কাজ করার জন্য তাদের পাওয়া যায় না। চালের দাম বাড়ার জন্য কেউ তো না খেয়ে মরেনি।

২০০০ : হরতালের সময় বিরোধী দলের নারী নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে বলে বিরোধী দল অভিযোগ করছে।

আকবর হোসেন : বিরোধী দলের অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমরা জানতাম মেয়েরা হলো অবলা। কিন্তু দেখেন, মেয়েরা ইদানীং যেভাবে বুট পরে পথে নামছে, বেবিট্যাক্সি, সিএনজি, গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভারদের মারছে, দিস ইজ অ্যাবসার্ড। তুমি মেয়ে হয়ে আমাকে মারবে, আমি কিছু বলবো না এটা হতে পারে না। আমি ভাই সোজা কথার মানুষ।

২০০০ : কিছুদিন আগে আপনি বলেছিলেন জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠনের অস্তিত্ব এ দেশে নেই। এখন বলছেন আছে?

আকবর হোসেন : মৌলবাদের অস্তিত্ব কোন দেশে নাই? খোদ ডেনমার্কেও আছে। সেখানে মুসলমানদের বের করে দিয়েছে। খোদ ফ্রান্সেও আছে। আমাদের দেশেও ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে একটা কথা বলতে হয়, আমাদের দেশে মৌলবাদী সংগঠন অত ভয়াবহ নয়, যতটা বিরোধী দল করছে। হিসাবটা করেন এভাবে যে, মৌলবাদী জঙ্গিদের হাতে ক'জন মারা গেছে খুব বেশি হলে ১৪-১৫ জন হবে। অথচ বিরোধী দলের হরতাল ও বিভিন্ন সহিংসতায় কত বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে, বিপন্ন হচ্ছে। একটা কথা বলতে হয়, অস্ত্রধারী মৌলবাদ ফাইটিং গ্রুপের চেয়ে আওয়ামী লীগ অনেক বেশি ভয়াবহ।

২০০০ : হরতাল তো বিরোধী দলে থাকতে আপনারাও ১৮৭ দিন পালন করেছেন। রিকশা চালকের গায়ে পেট্রোল ঢেলে দিয়েছেন।

আকবর হোসেন : আমি বলছি না, আমরা হরতাল করিনি। হরতাল করেছি। তবে আমি মনে করি হরতালের রাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত। আমরা উভয়ই জনগণকে আমাদের সফলতা-ব্যর্থতার কথা বলি। নির্বাচনের সময় জনগণ মূল্যায়ন করবে।

২০০০ : আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে স্বাধীনতাবিরোধী দল জামায়াতের সঙ্গে কাজ করছেন। বিষয়টা কিভাবে দেখছেন?

আকবর হোসেন : বিষটা ভালোভাবে দেখছি। পলিটিক্যাল কনসেপ্টে কেউ যদি এক সময় আমার বিরোধিতা করে, আমি তাকে অবমূল্যায়ন করি না। পলিটিক্যাল কালচারটাই এমন।

জামায়াত যদি এখন দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়, তারা যদি এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনীতি করতে চায় আমি তা মেনে নেব। এবং তাই হয়েছে। আর একটা কথা, আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে অথচ একটা দিনের জন্য স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের কথা, বলে না। মনে রাখবেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব দুটি ভিন্ন জিনিস।

জামায়াত যে আমাদের সঙ্গে এসেছে। এতে সবচেয়ে বড় যে ব্যাপার হচ্ছে তা হলো তারা স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসগুলোতে শহীদ মিনারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দিনগুলোতে মিলাদ পড়ায়। আমরা তাদের পজিটিভ ধারায় আনতে পেরেছি; তাদেরকে কখনোই পরাজয়ের অনুভূতি বুঝতে দিতে চাই না।

২০০০ : জামায়াত তো '৭১-এর অপরাধের জন্য এখনো ক্ষমা চায়নি।

আকবর হোসেন : সেটা তাদের ব্যাপার। আমরা জামায়াতকে দুটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছি। তারা এখন চুপচাপ আছে। আওয়ামী লীগ জামায়াত দুই পাশ দিয়ে বেরুলে অবস্থা বেহাল হতো।

২০০০ : নবম সংসদ নির্বাচন কাছে চলে এসেছে। আপনাদের প্রস্তুতি কেমন?

আকবর হোসেন : আমাদের বাড়তি প্রস্তুতির কিছু নেই। আমরা সরকারে থাকায় যেসব ভালো কাজ করেছি, তাতে বাংলার মানুষ আমাদেরই নির্বাচিত করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে আগামীতে আমরা সরকার গঠন করতে পারবো, এ বিষয়ে ১০০ ভাগ নিশ্চিত আমি।

বৃহত্তর কুমিল্লায় আমাদের অবস্থা ভালো। এখন যদি নির্বাচন হয়, তবে কুমিল্লায় একটা বা দুটো আসন নিয়ে সংশয় থাকলেও বাকি সবকটায় জয়ী হবো। আগামীতেও আমরাই ক্ষমতায় যাবো।